প্রকৃতি বন্দনা

▣ আশিষ দেবনাথ

আকাশটা শান্ত, তারাদলের ঝিলিমিলি ও আলোকপ্রভা অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে প্রস্ফুটিত অসংখ্য জীবন্ত জোনাকির জানান দেয়। প্রকৃতিদেহী যেন নিজ হাতের তুলি দিয়ে চিত্ররূপময় করে তুলেছে। আকাশে-বাতাসে রেখে যাওয়া চিত্রগুলো কাল প্রভাতে থাকবে না, হারিয়ে যাবে এক অমোঘ অন্ধকারে। সুখ হোক কিংবা দুঃখ নতুন প্রভাতে আকাশ এক নতুন তুলি নিয়ে হাজির হবে। হোক সে আকাশের চিত্ররূপ কিংবা মানুষরূপী ঈশ্বরের প্রিয় দূতের জীবনরূপ।

দিনটা ছিল রবিবার। সেদিন পূবের আকাশে সূর্যদেবের প্রভাতী কিরণ বিচ্ছুরিত হয়নি। আকাশে-বাতাসে প্রভাতের সুমিষ্ট, সুমধুর সমীরণের আভাস পাওয়া যায় নি। এঁকিনপুরের গ্রামের চিত্রটা সেদিন এক ধ্বংসাত্মক লীলাখেলার আভাস দিচ্ছিল। ছোট্ট হারান মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে বলল– "মা.... ও .... মা... আজ আকাশটা কেমন জানি কালো হয়ে গেল, বাতাসটা কেমন বিষাক্ত লাগছে।" মায়ের বুকে জড়িয়ে ধরে হারান যেন এক পরমশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করল।

বলতে বলতে ক্ষণিকের মধ্যে ঝড় ও বাদলের প্রবল ধ্বংসাত্মক ছায়া এঁকিনপুরের মাঠ, ঘাট, ঘর, বাড়ি ইত্যাদিকে গ্রাস করে নিয়েছে। ধ্বংসাত্মক প্রবল ছায়া এঁকিনপুরের লোকারণ্যকে গ্রাস করে নিয়েছে, শুধুমাত্র হারানও তার বাবা পূবের পাহাড়ী ঝোপে জীবনকে আঁকড়ে ধরেছে। প্রকৃতি দেবীর এই নিষ্ঠুর রূপের কবলে হারানের মা তুলসীবেদী ও কালীমন্দিরের বটবৃক্ষের আকর্ষণে ভূ-মাতার সান্নিধ্যে হারিয়ে যায়। মা-হারা হারান স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, একদিন জীবনের রূপ এও হতে পারে।

সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলে এঁকিনপুর পুরনো আকাশ নতুনভাবে দেখতে পেলেও গ্রামের চিত্র হারানের চোখে এখনো বন্যার প্রবল ঢেউ-এর রূপ আঁছড়ে পড়ছে। মায়ের প্রকৃতিবন্দনার অন্তরালে হারান প্রকৃতিপ্রেম অনুভব করলেও মায়ের কোলের ছোঁয়া সে হারিয়ে ফেলেছে।

পাঁচ বছর পরের কথা, হারান এখন বছর দশেকের। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। মায়ের স্নেহ-মায়া শূন্য জীবনে হারান তার মা-কে তার কল্পনার জগতে বাঁচিয়ে রাখে সদাসর্বদা। সকাল-সন্ধ্যায় তুলসী বেদী এবং দুপুরে বটবৃক্ষের প্রতি মায়ের এক অনন্য বন্দনা যেন হারানের মনকেও আন্দোলিত করে তুলেছে। ছোট্ট হারান কখন যে তার মায়ের মতো প্রকৃতি বন্দনায় প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছে তা বোঝা যাচ্ছিল না। বিদ্যালয়ের শেষে হারান দুপুরবেলায় গ্রামের বটবৃক্ষের ছায়ায় সময় কাটাত। সেখানে হারান যেন তার মাতৃপ্রেম অনুভব করে। একদিন সে উপলব্ধি করতে পারে যে এই বটবৃক্ষের ছায়ায় আমি যেমন 'সুখ, আনন্দ এবং অমৃতের সম্ভার অনুভব করি, ঠিক তেমনি এই পশুপাখি দলও তা অনুভব করে। তার হৃদয়রাজ্য থেকে বাণী আসে যে বৃক্ষ তথা সবুজ বনানীর মাহাত্ম্য আসলে কতটা ?

ঐ দিনের পর থেকে হারান এঁকিনপুরের রূপসৌন্দর্যকে এক অনন্য রূপদানে ব্রতী হয়। পাহাড়ের রঙ-বেরঙের লতা ও গুল্ম জাতীয় ফুলের সুশোভিত রূপকে গ্রামের আনাচে কানাচে ভরিয়ে দিতে এক উদ্যোমে তার নিসঙ্গী যাত্রা শুরু করে। জীবনানন্দ ও বিভূতিভূষণের কল্পনার ছোট্ট যুবক অর্থাৎ হারান আজ প্রকৃতি প্রেমের বন্দনায় এঁকিনপুরের গ্রামকে নানান রঙের ফুলের সমাহারে স্বর্গরাজ্যের আসনে রূপ দিতে সচেষ্ট ভাবধারার প্রমান দিয়েছে। যা তার প্রকৃতি প্রেমের মত্ততার পরিচয় দান করে। সে এক পরমতৃপ্তি ভোগ করে সুশোভিত ফুলের শোভা, বটছায়া, আমবাগান ইত্যাদির ছত্রছায়ায়। এখন হারান আগের মতো মনমরা হয়ে বসে থাকে না, জীবনের আস্বাদ গ্রহণে সে আজ পরিপক্ক। আজ সে বুঝতে পারে মায়ের তুলসী বেদীর বন্দনার মাহাত্ম্য, সে বুঝতে পারে বটবৃক্ষের প্রতি মায়ের ভক্তি শ্রদ্ধার নৈসর্গিক ভাবনা।

কিছুদিন পর হারান নিশীথ রাতে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। স্বপ্নের ঘোরে সে তার মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গ্রামের পথ ধরে সেই ধ্বংসলীলার সাক্ষী তথা বটবৃক্ষ তলে হাজির। "মা".... "মা" বলে তার চিৎকার ও আর্তনাদ গ্রামের নিশীথ আকাশে বাতাসে হঠাৎ শোকের বার্তা নিয়ে আসল এবং "মা....মা" চিৎকার সে পূবের পাহাড়ের দিকে ছুটতে ছুটতেই তার আর্তনাদও পাহাড়ের বুকে হারিয়ে গেল।